একাডেমিক গবেষণা পদ্ধতি

Academic Research Methodology

ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
গুলশান আকতার

Academia Publishing House Ltd.

Academia Publishing House Ltd

একাডেমিক গবেষণা পদ্ধতি
Academic Research Methodology

ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
গুলশান আকতার

গ্রন্থস্বত্ব © লেখক

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০২৫

মূল্য
৫০০.০০ টাকা

ISBN
978-984-35-6236-4

প্রচ্ছদ
এম এম হোসেন

প্রকাশক
একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড (এপিএল)
২৫৩/২৫৪, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
কাঁটাবন, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা- ১২০৫
মোবাইল: (+৮৮) ০১৪০০ ৪০৩ ৯৫৪, ০১৪০০ ৪০৩ ৯৫৮
E-mail: aplbooks2017@gmail.com

Academic Research Methodology Written by Professor Dr. Md. Mahabubur Rahman & Gulshan Akter, Published by Academia Publishing House Limited (APL) 253/254, Concord Emporium Shopping Complex, Katabon, Elephant Road, Dkaha-1205, Bangladesh, Cell: +880 01400 403954, 01400 403958, E-mail: aplbooks2017@gmail.com, Publishing year 2024, Price: Tk.500 / $10

সূচি

ভূমিকা ১১

প্রথম অধ্যায়: একাডেমিক গবেষণার সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব ১৫-৬৬
একাডেমিকের পরিচয় ১৩
গবেষণা ও গবেষকের পরিচয় ১৭
গবেষণা পদ্ধতির পরিচয় ৩১
গবেষণার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ৩৭
গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৩৯
গবেষণার ও গবেষকের বৈশিষ্ট্য ৪৩

দ্বিতীয় অধ্যায়: গবেষণার প্রকার ও পদ্ধতি ৬৫-১০৬
তাত্ত্বিক গবেষণা অথবা মৌলিক গবেষণা ৬৫
ফলিত গবেষণা ৬৭
মূল্যায়ন গবেষণা ৭০
বর্ণনামূলক গবেষণা ৭১
অনুসন্ধানী গবেষণা বা অন্বেষণমূলক ৭১
জরিপ গবেষণা.....৭৩
কেস স্টাডি.....৮১
কর্মসহায়ক গবেষণা.....৮৯
ব্যাখ্যামূলক গবেষণা ৮৯
সম্পর্কযুক্ত গবেষণা ৮৯
গুণগত গবেষণা.....৮৯
পরিমাণগত গবেষণা ৯১
মিশ্র গবেষণা ৯২
পরীক্ষণমূলক গবেষণা ৯২
অ-পরীক্ষণমূলক গবেষণা ৯৩

অর্ধ-পরীক্ষণমূলক গবেষণা.....৯৩
অবরোহী গবেষণা.....৯৪
আরোহী গবেষণা.....৯৬
অনুসিদ্ধান্তমূলক অবরোহী গবেষণা.....৯৯

তৃতীয় অধ্যায়: গবেষণার স্তর.....১০৭-১৪২
গবেষণার বিষয় নির্বাচন.....১০৭
গবেষণার রূপরেখা.....১১৯
অধ্যায়ের রূপরেখা.....১২৪
শব্দ সংক্ষেপ.....১২৯
থিসিস বাঁধাই.....১৩২
গবেষণার সূচিপত্র.....১৩৬
অধ্যায় বিন্যাস.....১৩৬

চতুর্থ অধ্যায়: পাণ্ডুলিপি.....১৪১-১৬৯
পাণ্ডুলিপির পরিচিতি.....১৪২
পাণ্ডুলিপির গুরুত্ব ও ব্যবহার.....১৪৬
পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকরণের পদ্ধতি.....১৫২
পাণ্ডুলিপি সম্পাদনের উদ্দেশ্য.....১৫৬
পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার আবশ্যকতা.....১৫৮
পাণ্ডুলিপি উৎপত্তির ইতিহাস.....১৫৯
বর্তমানে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের পদ্ধতি.....১৬২

পঞ্চম অধ্যায়: পাদটীকা, তথ্যসূত্র, উৎসাবলী ও রেফারেন্স.....১৭১-১৯৬
পাদটীকা ও তথ্যসূত্র.....১৭১
টীকা ও তথ্যসূত্রের প্রকারভেদ.....১৭২
পাদটীকা ও তথ্যসূত্র লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি.....১৭৫
পাদটীকা ও তথ্যসূত্র ব্যবহারের কারণ.....১৮৩
উৎসাবলী ও রেফারেন্স.....১৮৪

রেফারেন্স পরিচিতি.....১৮৪
উৎস পরিচিতি.....১৮৫
গবেষণার উৎসাবলী ও রেফারেন্সের মধ্যে পার্থক্য.....১৮৭
গবেষণার উৎসাবলী ও রেফারেন্স দ্বারা উদ্দেশ্য.....১৮৮
উৎসাবলীর প্রকারভেদ.....১৯০
প্রাথমিক উৎস/মৌলিক উৎস.....১৯০
মাধ্যমিক উৎস/অমৌলিক উৎস.....১৯৩
তৃতীয় প্রকার উৎস.....১৯৬

ষষ্ঠ অধ্যায়: তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ.....১৯৭-২১৬
তথ্য-উপাত্ত পরিচিতি.....১৯৭
তথ্য-উপাত্তের প্রকারভেদ.....২০১
জ্ঞানমূলক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়.....২০২
সাহিত্য পর্যালোচনা.....২০৪

সপ্তম অধ্যায়: উদ্ধৃতি.....২১৭-২৫৪
উদ্ধৃতির পরিচয়.....২১৭
উদ্ধৃতি ব্যবহার পদ্ধতি.....২২২
উদ্ধৃতি ব্যবহারের মূলনীতি.....২২২
উদ্ধৃতি সংগ্রহ পদ্ধতি.....২২৩
অনুমতি সাপেক্ষ উদ্ধৃতি.....২২৪
অনুমতি সংগ্রহ পদ্ধতি.....২২৫
কখন উদ্ধৃতি দিতে হবে.....২২৫
কি কি উদ্ধৃত করা যায়.....২২৭
কিভাবে উদ্ধৃতি দিতে হবে.....২২৭
সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি বনাম দীর্ঘ উদ্ধৃতি.....২২৮
শব্দলোপ.....২৩০
প্রক্ষেপ.....২৩১

বিশেষ উদ্ধৃতি.....২৩৩
উদ্ধৃতির বিভিন্ন ধরণ.....২৩৬
প্রত্যক্ষ/হুবহু উদ্ধৃতি.....২৩৭
পরোক্ষ উদ্ধৃতি.....২৪২
উদ্ধৃতি প্রদানের পদ্ধতি.....২৪৫
উদ্ধৃতি উপস্থাপনের বিভিন্ন পদ্ধতি.....২৪৬

অষ্টম অধ্যায়: গ্রন্থপঞ্জি.....২৫৩-২৭৪
গ্রন্থপঞ্জির পরিচয়.....২৫৩
গ্রন্থপঞ্জির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ.....২৫৮
গ্রন্থপঞ্জির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য.....২৫৯
গ্রন্থপঞ্জির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা.....২৬০
গ্রন্থপঞ্জির বৈশিষ্ট্য.....২৬০
গ্রন্থপঞ্জির প্রকারভেদ.....২৬২
গ্রন্থপঞ্জি বিন্যাস পদ্ধতি.....২৬৬
গ্রন্থপঞ্জির পারিভাষিক শব্দ.....২৬৭
গ্রন্থপঞ্জি ও গ্রন্থসূচির মধ্যে পার্থক্য.....২৬৯
বিভিন্ন গ্রন্থপঞ্জি সম্বন্ধে ধারণা.....২৭০

নবম অধ্যায়: গবেষণা প্রকল্প প্রণয়ন.....২৭৫-২৯২
গবেষণা প্রকল্প পরিচিতি.....২৭৬
প্রকল্পের প্রকারভেদ.....২৭৮
গবেষণা প্রকল্পের গুরুত্ব.....২৭৮
গবেষণা প্রকল্পের উদ্দেশ্য.....২৮১
গবেষণা প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য.....২৮২
গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাবনা.....২৮৬
জাতীয় উন্নয়ন ও পরিকল্পনায় প্রকল্পের গুরুত্ব.....২৯১
গবেষণা প্রকল্পের পদ্ধতি.....২৯১

দশম অধ্যায়: গবেষণা আর্টিক্যাল ২৯৩-৩১২
আর্টিকেলের পরিচয় ২৯৩
আর্টিকেলের প্রকারভেদ ২৯৬
আর্টিকেলের গঠনরীতি ২৯৯
আর্টিকেলের বৈশিষ্ট্য ৩০০
ইসলামী ধারার আর্টিকেলের ৩০২
পত্রিকা (জার্নাল, মাজাল্লা) পরিচিতি ৩০৩
গবেষণা জার্নালের প্রকার ৩০৭
গবেষণা জার্নালের শিক্ষা সম্পর্কিত প্রবন্ধ ৩০৭
পত্রিকা/জার্নাল/সাময়িকী/মাজাল্লাহ্ প্রকাশের গুরুত্ব ও উপকারিতা ৩০৮
গবেষণা জার্নাল ৩১০
জার্নাল সম্পাদনা ৩১০
অধিভুক্ত জার্নাল ৩১১
ইমপেক্ট ফ্যাক্টর ৩১২

একাদশ অধ্যায়: একাডেমিক পর্যায়ে গবেষণা ৩১৩-৩৩৩
একাডেমিক গবেষণা ৩১৩
স্নাতক পর্যায়ের গবেষণা ৩১৩
অ্যাসাইনমেন্ট, টিউটোরিয়াল ও টার্ম পেপার ৩১৪
অ্যাসাইনমেন্ট ও টিউটোরিয়ালের বৈশিষ্ট্য ৩১৬
স্নাতক পর্যায়ের গবেষণাসমূহের রূপরেখা ৩১৭
স্নাতক পর্যায়ের গবেষণাসমূহের প্রয়োজনীয়তা ৩১৯
স্নাতক পর্যায়ের গবেষণা রচনার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় ৩২০
স্নাতকোত্তর পর্যায়ের গবেষণা বা উচ্চশিক্ষার গবেষণা ৩২২
ডিপ্লোমা গবেষণাপত্র ৩২২
ডিসার্টেশন/মাস্টার্স অভিসন্দর্ভ ৩২২
মাস্টার্স থিসিসের বৈশিষ্ট্য ৩২৫
মাস্টার্স থিসিসের উপকারিতা ৩২৬

অ্যাসাইনমেন্ট, টার্ম পেপার ও থিসিসের পার্থক্য ৩২৭
এমফিল অভিসন্দর্ভ..... ৩২৮
পিএইচডি অভিসন্দর্ভ ৩২৯
পিএইচডি গবেষণার বৈশিষ্ট্য..... ৩৩০
পোস্ট ডক্টারাল গবেষণা ৩৩১
বিশেষ একাডেমিক/শিক্ষামূলক গবেষণা ৩৩৩

দ্বাদশ অধ্যায়: একাডেমিক গবেষণায় ইসলামী পদ্ধতি..... ৩৩৫-৪৩০
ইসলামী গবেষণার সংজ্ঞা ৩৩৫
ইসলামী গবেষণা পদ্ধতি ৩৩৭
আল-কুরআন ও হাদিসে গবেষণা সম্পর্কিত আলোচনা ৩৪২
সৃষ্টি জগত সম্পর্কে গবেষণা ৩৪২
সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা..... ৩৪৯
মানবসৃষ্টি সম্পর্কে গবেষণা ৩৫৩
ইসলামী গবেষণার উৎসসমূহ..... ৩৫৫
প্রথম: আল-কুরআন, তাফসীর ও উলূমুল-কুরআন..... ৩৫৬
দ্বিতীয়: আল-হাদিস, ইলমুর রিজাল ও উলূমুল হাদিস..... ৩৬৩
তৃতীয়: আল-ফিক্হ, উসূলুল ফিক্হ ও তারীখুত্-তাশরী'ঈ ৩৮২
চতুর্থ: আস্-সিরাতুন্-নাবাবিয়্যাহ্ ৩৯২
পঞ্চম: ইসলামী আকীদাহ..... ৩৯৪
ষষ্ঠ: ইসলামের ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থ..... ৩৯৯
সপ্তম: ইসলামী সভ্যতা ১০৩
অষ্টম: বর্তমান ইসলামী বিশ্ব..... ৪০৭
নবম: ভাষা ও সাহিত্য..... ৪০৯
দশম: ইসলামিক স্টাডিজের বিভিন্ন বিষয়ে রচিত প্রাচীন, আধুনিক গ্রন্থ ... ৪১৯

গ্রন্থপঞ্জি..... **৪২৯-৪৪০**

ভূমিকা
(Introduction)

সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

"বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে যারা বুদ্ধিমান।"

অতঃপর দুরূদ ও সালাম মানবতার মুক্তির দূত ও দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষক নবী ও রাসূলের শিরোমণি খাতিমুন নাবীয়্যিন হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি এবং তাঁর সাহাবায়ে কিরামের প্রতি।

গবেষণার মাধ্যমেই জাতি পেয়েছে নব নব জ্ঞানের অনুসন্ধান। কুরআন ও সুন্নাহ সমর্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 'গবেষণা'। ইসলাম কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ্র মাধ্যমে মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান পাওয়া গেলে মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তাধারার প্রয়াস চালাতে বলা হয়েছে। সেখান থেকেই বলা যায় 'গবেষণা' করার বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত। গবেষণা ব্যতীত আজকের আধুনিক সমাজ কল্পনা করা যায় না। বিশেষত এটি উন্নত সভ্যতার মানদণ্ডও বটে 'গবেষণা'। কালের পরিক্রমায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়ন ঘটেছে একমাত্র বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার মাধ্যমেই। এ গবেষণায় মানুষকে জীবনের গতিধারায় নানামুখী মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে বিরোধী শক্তিকে যুক্তিপূর্ণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক মোকাবিলায় সর্বাধিক শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে সহায়তা করেছে। গবেষণার কার্যকরী

প্রভাবে আজ মানুষ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনেক অজানা বিষয়কে জানতে পেরেছে এবং সেগুলো বাস্তব জীবনে প্রয়োগের সকল কলাকৌশল রপ্ত করেছে। যার ফলে পৃথিবী অগ্রসর হচ্ছে বিদ্যুতের গতিতে।

গবেষণার অর্থই হলো নব নব বিষয়ের উদ্ভাবন ও আবিষ্কার। জ্ঞানের জগতে নতুন ও মৌলিক বিষয়ের সংযোজন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিগন্ত প্রসারের লক্ষ্যে মানবকল্যাণে নিয়োজিত বিষয়াবলির আবিষ্কারের মাধ্যমেই একটি যৌক্তিক, আদর্শ ও সুষ্ঠু গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়ে থাকে। একটি আদর্শ গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়ে থাকে গবেষণার যথাযথ নিয়ম প্রণালী এবং বিজ্ঞানভিত্তিক প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে। এসব গবেষণায় আমাদের দৈনন্দিন বিশেষ করে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মূলত সমস্যার সমাধান ও জ্ঞানের জগতে নতুন বিষয়ের অবতারণা করাই হলো গবেষণার উদ্দেশ্য।

আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ দ্বারা গবেষণায় অনুপ্রাণিত হবার ফলেই মুসলিম বিশ্বের মনীষীগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ হন। তাঁদের জ্ঞানগর্ভ যৌক্তিক ও মৌলিক বিষয়ের গবেষণার ওপর পরবর্তীতে পাশ্চাত্য জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তি রচিত হয়। পূর্বে মুসলিম মনীষীগণ এসব গবেষণা করতেন বাগদাদসহ অন্যান্য এলাকার মুসলিম খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতায়। সে সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান বর্তমানের ন্যায় এমন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হতো না। তবে তাঁদের গবেষণাসমূহ যখন যুক্তিপূর্ণ নীতিমালার দ্বারা একটি নৈতিক মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হতো তখন তা অনুসরণযোগ্য হতো। তৎকালে এভাবে 'একাডেমিক' পরিভাষা গবেষণা পদ্ধতির সাথে বর্তমানের ন্যায় ব্যবহৃত না হলেও বায়তুল হিকমাহ্ (بَيْتُ الحكمة) বা দারুল হিকমাহ্ (دار الحكمة) নামে গবেষণাগার ছিল, যেখানকার শিক্ষক-ছাত্র সকলেই ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম মনীষীগণ। যাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি শাখায় অবাধে বিচরণ করেছেন। তাই বলা যায় মুসলিম বিশ্ব পূর্ব থেকেই একাডেমিক গবেষণা সম্পর্কে পরিচিত ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজ ইউরোপীয় রেনেসাঁ তথা পঞ্চদশ শতাব্দীর পর বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োগ ও একাডেমিক গবেষণা সম্পর্কে অবগত হন, যা মূলগতভাবেই উৎসারিত হয়েছিল মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান-গবেষণার ওপর।

এক সময় মুসলিম বিশ্ব জ্ঞান-গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের ফলস্বরূপ সোনালি ইতিহাসের অবতারণা করেছিল। কিন্তু কালের পরিক্রমায় তাদের সে অবদান ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকলেও তা ক্রমশ ম্লান ও বিস্মৃত হতে থাকে। মুসলিম উম্মাহর পশ্চাৎগামীতার ফলে তাঁরা গবেষণাবিমুখ জাতিতে পরিণত হন। এই সুযোগে পাশ্চাত্য সমাজ জ্ঞান-গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নিজেদের গবেষণার রসদ সামগ্রীর উন্নতি ঘটান। এখন পশ্চিমা বিশ্বের সমাজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জ্ঞান গবেষণায় অগ্রসর হতে হলে মুসলিম বিশ্বকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণাকর্ম পরিচালনা করে মানবসভ্যতায় নতুন নতুন বিষয়ের সংযোজন করতে হবে। এতে মুসলমানদের হারানো গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ফিরিয়ে পাওয়া সম্ভব। তবে ইসলামী গবেষণা পদ্ধতি ও নন-ইসলামিক গবেষণা পদ্ধতি উভয় ক্ষেত্রের গবেষণায় মানব কল্যাণে নিয়োজিত।

গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কিত অদ্যাবধি ইংরেজি. আরবী ও বাংলা ভাষায় বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচিত হলেও সেগুলো বর্তমান শিক্ষার পাঠ্যসূচি অনুযায়ী একাডেমিক গবেষণায় প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট নয়। আর সেসব গ্রন্থের ভাষা জটিল ও দুর্বোধ্য বিধায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নবাগত শিক্ষার্থীর পক্ষে গবেষণা বিষয়টি বুঝতে সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি বর্তমান চাহিদার প্রেক্ষিতে 'একাডেমিক গবেষণা পদ্ধতি' সম্পর্কিত যেসব গ্রন্থসমূহ বাজারে এসেছে তা পরিপূর্ণ গবেষণা পদ্ধতি ও নীতিমালা অনুসরণে রচিত নয়। এককথায় বলা যায় অপূর্ণাঙ্গ ও অপ্রয়োজনীয় কিছু বিষয়াদিতে ভরপুর। সেসব গ্রন্থে আধুনিক বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী গবেষণা পদ্ধতির যে সংকলন তা পরিপূর্ণভাবেই অনুপস্থিত বলা যায়।

উপর্যুক্ত সকল দিক বিবেচনায় রেখে বাংলা ভাষায় 'একাডেমিক গবেষণা পদ্ধতির' (Academic Research Methodology) ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ আবশ্যক অনুভূত হওয়ায় আমরা সে দায়বদ্ধতা পূরণের লক্ষ্যে এ গ্রন্থ প্রণয়ন করতে সচেষ্ট হয়েছি। গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা হলেও এখানে ইসলামিক ও নন-ইসলামিক (জেনারেল) উভয় গবেষণা

পদ্ধতির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। গ্রন্থটির প্রতিটি পর্যায়ে নতুন জ্ঞানের অবতারণা ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যা গ্রন্থটিকে অন্য সকল গ্রন্থের চেয়ে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে।

গ্রন্থটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তর, এমফিল, পিএইচডিসহ প্রাগ্রসর সকল পর্যায়ের গবেষকের নিকট বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য এবং উপকারী হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমরা আশা ব্যক্ত করছি। গ্রন্থটি সহজ এবং প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে; যাতে করে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষকসহ সকলের ক্ষেত্রে বিষয়টি উপলব্দি করতে এবং নিজস্ব গবেষণার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে ভূমিকা পালন করবে। এ গ্রন্থ রচনায় দেশি-বিদেশি বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ, ম্যানুয়াল এবং বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার ওয়েব সাইটের সহায়তা নেয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ও ঋণী। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে গবেষণার মাধ্যমে একটি উন্নত জাতি হিসেবে কবুল করুন। আমীন!

মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান (পিএইচডি)
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী-৬২০৫

গুলশান আকতার (পিএইচডি গবেষক)
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী-৬২০৫

ডিসেম্বর ২০২৪

প্রথম অধ্যায়

একাডেমিক গবেষণা পদ্ধতি
(Academic Research Methodology)

একাডেমিকের পরিচয় (Introduction to Academic)

একাডেমিক গবেষণা বা Academic Research শব্দটি যৌগিক। এর মধ্যকার Academic শব্দটি 'Academy' শব্দ থেকে এসেছে। এর আরবী প্রতিশব্দ একই, যেমন: الاكاديمي, একাডেমি 'Academy' শব্দটি প্রাচীন গ্রিক থেকে উদ্ভূত। আর এটি এসেছে এথেনিয়ান কিংবদন্তির নায়ক 'Akademos' এর নাম থেকে অনুসৃত হয়েছে। বিশেষ করে প্লেটো আনুমানিক ৩৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এথেন্সের কাছে অবস্থিত (ওলিভ/জলপাই) ফলবাগানে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যালয়টিতে দর্শন শাস্ত্রের জ্ঞান চর্চা হতো। প্লেটো বিদ্যালয়ের নামকরণ করেন গ্রিক কিংবদন্তি অ্যাকাডেমোস 'Akademos' এর নামে।

গ্রিক থেকে উদ্ভূত ল্যাটিন একাডেমিয়া 'Academia' অর্থ বলতে বুঝানো হয়েছে প্রজন্মের মধ্যে জ্ঞানের সঞ্চয়, বিকাশ এবং সঞ্চার, বিশেষ করে জ্ঞানের অনুশীলনকারী ও উত্তরাধিকারীদের মাঝে। তবে ১৭ শতকের দিকে ব্রিটিশ, ইতালীয় এবং ফরাসী পণ্ডিতরা উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বর্ণনা দিতে গিয়ে এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন।[১]

একাডেমি দ্বারা যে প্রতিষ্ঠানগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যথা-

---

১ www.macmillandictionary.com;https://en.m.wikipedia,org. Oxford English Dictionary ... Academy.

১. একাডেমি দ্বারা ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্গত কিছু বিশেষ ধরনের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যেগুলোর অর্থসংস্থান ও পরিচালনা সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

২. ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতকারী কিছু বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে 'একাডেমি' নামে ডাকা হয়ে থাকে।

৩. সামরিক, নিরাপত্তা (যেমন পুলিশ), ক্রীড়া ও অন্যান্য ক্ষেত্রের (যেমন: শিল্পকলা) বিশেষ (পেশাদারী বা অপেশাদারী) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে কখনো কখনো 'একাডেমি' নামকরণ করা হয়। (উদাহরণ: বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি, বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, বুলবুল ললিতকলা একাডেমি, ইংল্যান্ডের রয়াল একাডেমি অব ড্রামাটিক আর্ট ইত্যাদি)।

৪. ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার অনেক পেশাদার ক্রীড়া ক্লাব বিশেষত পেশাদার ফুটবল ক্লাবের একটি যুব প্রশিক্ষণব্যবস্থা থাকে, যেখানে তরুণ প্রতিভাদের প্রতিভার পৃষ্ঠপোষকতা ও বিকাশসাধন করা হয়, যাতে তারা পরবর্তীতে পরিণত বয়সে ক্লাবের সেরা একাদশে খেলতে পারে। এগুলোকে 'যুব একাডেমি' (ইংরেজিতে Youth academy BD_ একাডেমি) বলে।

৫. উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে কোনো বিষয়ের পণ্ডিত বা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গঠিত বেসরকারি ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কখনো কখনো 'একাডেমি' নামকরণ করা হয়।

৬. সরকারি অর্থসংস্থান ও পৃষ্ঠপোষকতায় কোনো বিশেষ উচ্চশিক্ষায়তনিক বিষয়ের গবেষণার আদর্শমান প্রতিষ্ঠা, রক্ষণাবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে সংগঠিত উচ্চতর জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র বা উচ্চশিক্ষায়তনকে কখনো কখনো 'একাডেমি' নামকরণ করা হয়। (উদাহরণ: ভারতীয় বিজ্ঞান একাডেমি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সেস ইত্যাদি)।

৭. শিল্পকলা ও সংস্কৃতির বিশেষ কোনো ক্ষেত্রের অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে সংগঠিত প্রতিষ্ঠানকে কখনো কখনো 'একাডেমি' নামকরণ করা হয়। (উদাহরণ: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলা একাডেমি, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি ইত্যাদি)।

৮. জাতীয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রকে সমন্বয়কারী ও অর্থসংস্থানমূলক প্রতিষ্ঠান, যাকে সাধারণত জাতীয় উচ্চশিক্ষায়তন বা জাতীয় একাডেমি বলা হয়।[২]

একাডেমিক *(Academic)* শব্দের অর্থ 'প্রাতিষ্ঠানিক'। কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে তাত্ত্বিক জ্ঞানার্জন বা কোনো কিছু শেখাকে 'প্রাতিষ্ঠানিক' শিক্ষা বলে। যেমন, বিদ্যালয় থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা হলো 'প্রাতিষ্ঠানিক'। অন্যদিকে গৃহশিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করাটা প্রাতিষ্ঠানিক নয়। এ প্রসঙ্গে Oxford Advanced Learner's Dictionary গ্রন্থে বলা হয়েছে,

> 'Academic' connected with education, especially studying in schools and universities.
>
> " 'একাডেমিক' শব্দটি শিক্ষাব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত, বিশেষ করে স্কুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নের সাথে।"[৩]

Cambridge Dictionary গ্রন্থে আছে,

> Academic relating to school, colleges and universities or connected with studying and thinking, not with practical skills.
>
> "একাডেমিক শব্দটি স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অথবা অধ্যয়ন এবং এ সম্পর্কিত জ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট, ব্যবহারিক দক্ষতার সাথে নয়।"[৪]

---

২ 'Academia' The world of learning, teaching, research, etc. at universities, and the people involve in it. Cf. A. S Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (Oxford: Oxford University Press, 9th edition, 2015), p. 6.
* 'Academy' a school or college for special training: the Royal Academy of Music,police/military academy.
** 'Academy' a type of official organization which aims to encourage and develop art, literature, science, etc:the Royal Academy of Arts.
** A Secondary school in Scotland.
** A private school in the US.
** A Secondary school in England which has a great deal of independence from local authority control.
Cf. A S Hornby, *Oxford Advanced Leraner's Dictionary,* p. 7.

৩ A. S Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, p. 6-7.

৪ https://dictionary.cambridge.org ... Academic.

Collins Dictionary গ্রন্থে আছে,

> Academic is used to describe things that relate to the work done in schools, colleges, and universities, especially work which involves studying and reasoning rather than practical or technical skills.
>
> "একাডেমিক এমন জিনিসগুলোকে বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়, যা স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে করা কার্যের সাথে সম্পৃক্ত, বিশেষ করে এমন কাজ যা ব্যবহারিক বা প্রযুক্তিগত দক্ষতার পরিবর্তে অধ্যয়ন এবং যুক্তিপাতের সাথে জড়িত।"[৫]

Research শব্দের অর্থ হলো গবেষণা। যা সম্পর্কে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং Academic Research শব্দের সমষ্টিগত অর্থ হলো 'প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা'।

পরিভাষায়, শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষার সাথে জড়িত সকল গবেষণায় একাডেমিক গবেষণার অন্তর্ভুক্ত। সামগ্রিকভাবে অধিকাংশ মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকর্ম পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অধীনে সম্পন্ন হয়ে থাকে। আর এসব প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত গবেষণাকে একাডেমিক গবেষণা হিসেবে অভিহিত করা হয়। বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। এক্ষেত্রে শিক্ষাগত অগ্রগতিও অতীব জরুরি। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অনস্বীকার্য। তাই বলা যায় সমাজ ও সভ্যতার উন্নয়নে বর্তমান যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অগ্রগণ্য। পাঠ ও পঠনের মধ্যে এর কর্মকাণ্ড সীমিত নয়, বরং সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ হিসেবে এটি মানুষের চিন্তা-চেতনা ও সভ্যতার বিকাশ এবং উৎকর্ষ সাধনের জন্য ধারাবাহিক অবদান অপরিসীম। সমাজ ও রাষ্ট্রের চাহিদা পূরণ, সৃষ্টি জগতের রহস্য উন্মোচন, ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষজ্ঞ হিসেবে গড়ে তোলা, জ্ঞানের দিগন্তে নতুন সংযোজন ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অতুলনীয়। সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক বিকাশ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষার মান্নোয়ন সম্ভব। একাডেমিক গবেষণা মূলত শিক্ষাব্যবস্থায় নতুনত্বের উদ্ভাবন ও সংযোজন, যুগোপযোগী

---

৫ https://www.collinsdictionary.com ... Academic.